প্রশ্ন: ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর: বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারকে ব্যাকরণগত অবস্থানের ভিত্তিতে যে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকেই ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে

প্রমিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যথা:

১. বিশেষ্য ২। সর্বনাম ৩। বিশেষণ ৪। ক্রিয়া

৫। ক্রিয়া বিশেষণ ৬। আবেগ শব্দ ৭। যোজক ৮। অনুসর্গ

১. বিশেষ্য : যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি,বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সমষ্টির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন: *নজরুল, ঢাকা, মানুষ, সোনা, সততা, ভোজন, সমিতি* ইত্যাদি।

২। সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: তুলি ভাল মেয়ে। *সে* রোজ স্কুলে যায়। *তার* মেধা আছে। *তাকে* সবাই ভালোবাসে।

৩। বিশেষণ: যে শব্দ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম, ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাপ ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন: *ভাল, মন্দ, ছোট, বড়, সরল, দশ, দ্রুত* ইত্যাদি।

৪। ক্রিয়া: যে শব্দ দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন: জেলেরা মাছ *ধরছে*। সে ভাত *খাবে*। তুলি *কাঁদছে*।

৫। ক্রিয়া বিশেষণ: যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে , তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন: বাসটি *দ্রুত* চলতে শুরু করল। তুলি *গুনগুনিয়ে* গান গাইছে। হিমি *জোরে* হাঁটে।

৬। আবেগ শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশ করে, তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন*: হায়!* এটা তুমি কী করলে? *বাহ্!* কী সুন্দর দৃশ্য।

৭। যোজক: যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় , তাকে যোজক বলে। যেমন: আজ *নয়* কাল সে আসবেই। এত চিনি দিলাম *তবু* মিষ্টি হলো না।

৮। অনুসর্গ: যে শব্দ কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন: দিনের *পরে* রাত আসে। তোমার *জন্যে* বসে আছি।